১৩৭

তারিখ ... 11 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

এইচএসসি পরীক্ষা ॥ ৫ হাজার বহিষ্কার

কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যাপক সংঘর্ষ ভাংচুর দু' শ' ছাত্র পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট আহত দু'টি কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ব্যাপক সংঘর্ষ, কেন্দ্র ভাংচুর, ম্যাজিস্ট্রেট-শিক্ষক প্রহার এবং সরকারী যানবাহনের বিপুল ক্ষতিসাধনের মধ্য দিয়ে শনিবার দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে চলতি এইচএসসি'র ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্মরণকালের এ ভয়াবহ সংঘর্ষে প্রায় দু'শ' ছাত্র, পুলিশ, নকল সরবরাহকারী ও ম্যাজিস্ট্রেট আহত হয়েছে। এ ঘটনার জের ধরে যশোর বোর্ডের দু'টি কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদিকে এ পরীক্ষায় ৫টি বোর্ডে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পাঁচ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে এক হাজার পাঁচ শ' ২১ জন, ওরাজশাহী বোর্ডে দু'হাজার ৪শ' ২৭ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৮'শ ২৫ জন, যশোর বোর্ডে ৯শ' ২৭ জন চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭শ' ২৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

কয়েকটি কেন্দ্রে *(প্রথম পাতার পর)*

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাগণ ব্যাপক সংঘর্ষের খবর পাঠিয়েছেন। টাঙ্গাইল সংবাদদাতা জানান, টাঙ্গাইলের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে পুলিশ ও ছাত্রদের সাথে সরাসরি হাতাহাতি, গুলি বিনিময়, টিয়ারগ্যাস ও ককটেল ব্যবহার হয়েছে। সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক ভাংচুর করা হয়। ভোলা সংবাদদাতা জানান, ভোলা জেলার লালমোহন থানার শাহবাজপুর কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা নকলের সুযোগ না পেয়ে ব্যাপক বোমাবাজি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ গোটা এলাকায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই কেন্দ্রটি বাতিল ঘোষণা করেছে। এ কেন্দ্রের পরবর্তী পরীক্ষা জেলা সদরে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। পঞ্চগড় সংবাদদাতা জানান, পঞ্চগড় এম আর সরকারী কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পরীক্ষায় শুরুর পরে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট দেহ তল্লাশি করে নকল উদ্ধার করতে গেলে কতিপয় বহিরাগত হলে ঢুকে ব্যাপক ভাংচুর শুরু করে। তারা অধ্যক্ষের কক্ষ, আসবাবপত্র ও দু'টি সরকারী জীপ ভাংচুর করে। পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা সকল উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলে। কেন্দ্রের ৩২৩টি উত্তরপত্রের কোনটিই পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। রাজশাহী থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, পুঠিয়া ডিগ্রী কলেজে নকল করতে না দেয়ায় পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা মিলে একজন অধ্যাপককে গুরুতর আহত করেছে। বেফাতুল্লাহ নামের এ অধ্যাপককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর সংবাদদাতা জানান, জেলার রামগঞ্জ সরকারী কলেজে নকলের সুযোগ না দেয়ায় সংঘর্ষে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দু'জন পুলিশসহ ১৫ জন আহত হয়। রামগতি থানার আবদুর রব কলেজেও নকল করতে না দেয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাংচুর ও ১০টি উত্তরপত্র নিয়ে যায়।

চাঁদপুর সংবাদদাতা জানান, শাহতলী কলেজ কেন্দ্রে নকল করতে না দেয়ায় কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক হারুনুর রশিদকে বেদম প্রহার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। জামালপুরের মেলান্দহ সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ এখানে ৪ রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং ৪ জন বহিরাগতকে গ্রেফতার করে।

যশোর থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, বোর্ডের বাগেরহাট জেলার রামপাল কলেজের গোলযোগের কারণে পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে। পরবর্তী পরীক্ষা জেলা শহরে নেয়া হবে। নওগাঁ সংবাদদাতা জানান, নকলের দাবিতে জোরে মান্দা ও সান্তাহার কেন্দ্রে ব্যাপক গোলযোগ হয়। এখানে পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা মিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে মারধর করে। রাজবাড়ী সংবাদদাতা জানান, রাজবাড়ী সরকারী কলেজের ভিপি ও ছাত্রদল নেতা মহিউদ্দিন মুহিত নকল সরবরাহ করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের বাধা পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ও কলেজের ব্যাপক ভাংচুর করে। মুন্সীগঞ্জে নকল সরবরাহের সময় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মংলায় পরীক্ষা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের সালঙ্গা কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক সংঘর্ষের পর ২০ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে মোর্শেদ (২৩)-কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করে।